করিয়া আহার্য্য দ্রব্যগুলির যথোচিত সদ্ব্যবহার করিয়া পরিতৃপ্ত হইলাম এবং বন্ধুবরকেও অজস্র ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলাম। কাণপুরের পর প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতে লাগিল। প্রাকৃতিক দৃশ্যের কঠোরতার পরিবর্ত্তে যেন কোমলতা ও কমনীয়তা অনুভূত হইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে বিস্তৃত পলাশ বন নয়নপথে পতিত হইয়া তাহার তৃপ্তি সাধন করিতে লাগিল। সেই বনসমূহে শিখিদলকে স্বচ্ছন্দে ও নির্ভয়ে বিচরণ করিতে দেখিয়া চমৎকৃত ও আনন্দিত হইলাম। মধ্যে মধ্যে তাহাদের কেকারবও শুনিতে লাগিলাম। ভাবিলাম, আমরা অতঃপর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলারাজ্যের সন্নিহিত হইতেছি। যখন আমরা এটোয়া ষ্টেশনে পহুঁছিলাম, তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। আমাদের কামরা বৈদ্যুতিক আলোকে উদ্ভাসিত এবং ঘূর্ণ্যমান বৈদ্যুতিক পাখার শব্দে মুখরিত। এটোয়াবাসিনী অনেক ইংরাজ মহিলা ও বালকবালিকা ষ্টেশনে পাদচারণা করিতে করিতে কৌতূহল পরবশ হইয়া আমাদের কামরার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। দেশীয় ব্যক্তিরাও একত্র হইয়া বিস্ময়বিস্ফারিতলোচনে বৈদ্যুতিক পাখা দেখিতে লাগিল। তাহাদের বিস্ময় ও কৌতূহল দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, বৈদ্যুতিক পাখাযুক্ত গাড়ী এই অঞ্চলে ইতঃপূর্ব্বে অধিক সংখ্যায় নিশ্চিত যাতায়াত করে নাই। কতকগুলি ইংরাজমহিলা ও বালকবালিকা আমাদের পার্শ্বস্থিত একটী কামরায় প্রবিষ্ট হইয়া বৈদ্যুতিক আলোক প্রজ্বলিত করিয়া বৈদ্যুতিক পাখা চালাইয়া দিল। ষ্টেশনে যতক্ষণ গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল, ততক্ষণ তাহারা বৈদ্যুতিক পাখার বাতাস খাইয়া আমোদ অনুভব করিতে লাগিল। এটোয়া হইতে গাড়ী ছাড়িলে, আমরাও শয্যায় শয়ন করিলাম। একাদিক্রমে প্রায় ২৪ ঘণ্টা কাল পথপর্য্যটনের ক্লান্তি বশতঃ আমরা শীঘ্রই নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলাম। কখন যে আমরা টুণ্ডলা, আলিগড়, গাজিয়াবাদ, দিল্লী, পাণিপত, কর্ণাল, থানেশ্বর প্রভৃতি ষ্টেশন পার হইয়া আসিয়াছি, তাহা জানিতে পারি নাই। যখন নিদ্রা হইতে জাগরিত হইলাম, তখন দেখি যে প্রভাত হইয়াছে এবং আমরা অম্বালা কেণ্টনমেণ্ট্ ষ্টেশনের সন্নিহিত হইয়াছি। দেখিলাম, এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী অন্যপ্রকার। ভূমি গিরিময়ী ও উন্নতানত। প্রাভাতিক বায়ুও সুশীতল বোধ হইতে লাগিল। আমরা অম্বালা ষ্টেশনে পহুঁছিয়া প্রাতঃকৃত্য ও স্নানাহ্নিক সমাপন পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ জলযোগ করিলাম। অম্বালা হইতে গাড়ী ছাড়িলে, আমরা পথের উভয় পার্শ্বে বিচিত্র শোভা দেখিতে লাগিলাম। এক একটী উচ্চ ভূমিতে কতকগুলি গৃহ ঘনসন্নিবিষ্ট। গৃহের ছাদগুলি মৃত্তিকাময়। বর্ষার জলেও এই মৃত্তিকা গলিয়া যায় না। অনেকগুলি গৃহের ভিত্তি প্রস্তরনির্ম্মিত। এই ঘনসন্নিবিষ্ট গৃহগুলির সমষ্টিতে এক একটী গ্রাম হইয়াছে। গ্রামগুলি দেখিতে অতিশয় কুৎসিত। বাঙ্গলা দেশের সামান্য কৃষক-গ্রামগুলিরও কেমন বৈচিত্র্য ও শোভা আছে। কিন্তু এ প্রদেশের গ্রামগুলিকে দূর হইতে যেন কতকগুলি মৃত্তিকাস্তূপ বলিয়া মনে হয়। সকল গৃহেরই ছাদ প্রায় সমান উচ্চ ও সমতল। তন্মধ্যে কোনও বৈচিত্র্য নাই। এ দেশের স্ত্রীলোকদিগের পায়জামা-ও-পিরাণ-পরিচ্ছদ চক্ষে কেমন কেমন ঠেকিতে লাগিল। গাড়ী ক্রমশঃ পর্ব্বতময় দেশের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল এবং তাহার মন্থরগতি ও গমন ক্লেশ দেখিয়া বেশ বুঝা যাইতে লাগিল যে, তাহা ধীরে ধীরে উচ্চ ভূমিতেও আরোহণ করিতেছে। বেলা ৭ টার সময় আমরা কাল্‌কা ষ্টেশনে পহুঁছিলাম।

কাল্‌কা-ষ্টেশন ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলের শেষ সীমা। ইহা সমুদ্রের উপরিভাগ হইতে প্রায় ২০০০ ফুট্ উচ্চ। কলিকাতা হইতে ইহা ১০৬৫ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহার চারিদিকেই পর্ব্বতরাজি মস্তকোত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পর্ব্বতের উপর পর্ব্বত, তাহার উপর পর্ব্বত; এইরূপে পর্ব্বতরাজি যেন গগন স্পর্শ করিয়াছে। পর্ব্বতগুলি অধিকাংশই প্রস্তরময় ও অনুর্ব্বর। তাহাদের উপরে বন জঙ্গলের হরিৎ-শোভা নাই। দেখিয়া নয়নমন তৃপ্ত ও প্রফুল্ল হইল না। এই পর্ব্বতরাজি হিমাচলের সানুদেশে অবস্থিত এবং তাহার সামান্য অংশ মাত্র। কাল্‌কা হইতে যে রেল সিমলা পর্য্যন্ত গিয়াছে, তাহা ক্ষুদ্রপ্রসর এবং এই রেলের গাড়ীগুলিও ক্ষুদ্র। আমরা একাদিক্রমে প্রায় ৩৫ ঘণ্টা রেলে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে কাল্‌কা ষ্টেশনে অবতীর্ণ হইলাম।

ভাদ্র, ১৩১৫ সাল। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

স্বরলিপি।

মিশ্র পরজ—কাওয়ালি।

গান—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সুর—ঐ।

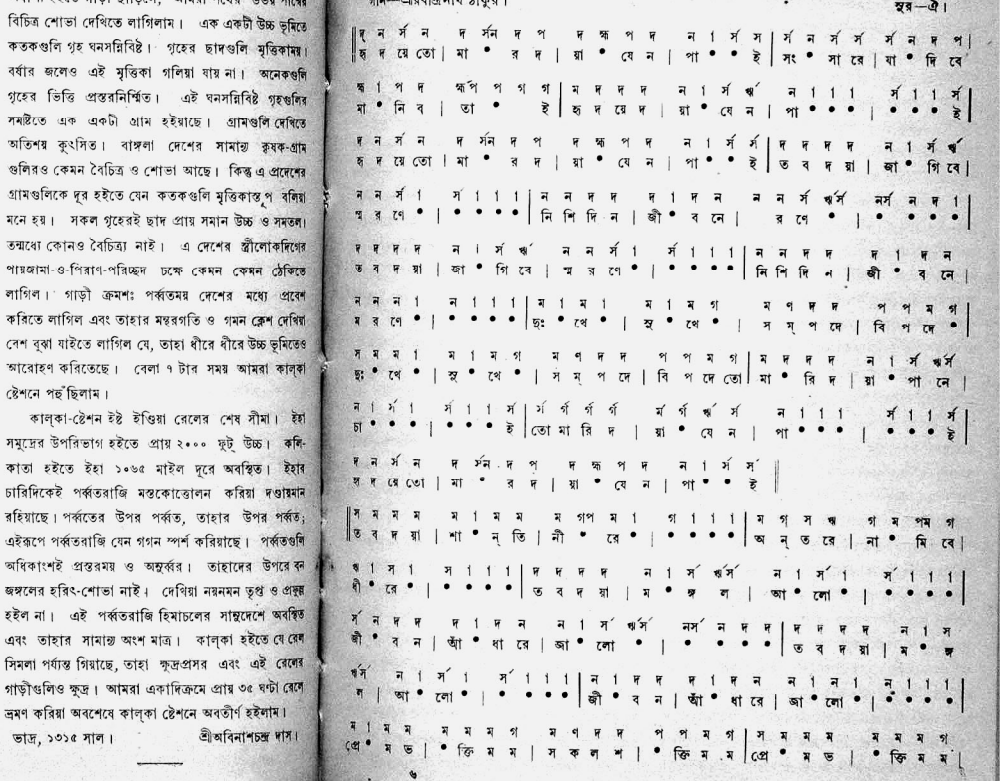

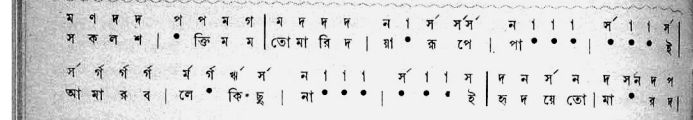

শ্রীদীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

হৃদয়ে তোমার দয়া যেন পাই।
সংসারে যা দিবে মানিব তাই ;
হৃদয়ে দয়া যেন পাই !
তব দয়া জাগিবে স্মরণে,
নিশিদিন জীবনে মরণে।
দুঃখে সুখে সম্পদে বিপদে
তোমারি দয়া পানে চাই !
তোমারি দয়া যেন পাই !
তব দয়া শান্তি নীরে
অন্তরে নামিবে ধীরে।
তব দয়া মঙ্গল আলো,
জীবন আঁধারে জ্বালো !
প্রেম ভক্তি মম, সকল শক্তি মম,
তোমারি দয়া রূপে পাই।
আমার বলে কিছু নাই !

কাশীদাসের জন্মস্থান।

কাশীদাসের জন্মস্থান সম্বন্ধে সম্প্রতি এক ঘোর তর্ক উপস্থিত হইয়াছে। কাটোয়ার সবডিভিজনাল অফিসরের উৎসাহে কতিপয় শিক্ষিত যুবকের দ্বারা কাশীদাসের স্মৃতি রক্ষার জন্য চাঁদা আদায় হইতেছে। কাশীদাসের জন্মস্থান সিঙ্গিগ্রাম বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছি, তাঁহাদেরও সেই ধারণা। সুতরাং সিঙ্গিগ্রামেই স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা হইবে, তাঁহারা এইরূপ মনে করিয়াছেন।

যখন কাটোয়ায় এইরূপ উদ্যোগের সূচনা হইয়াছিল, ঠিক সেই সময়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাসলেখক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমার নিকট এক অভাবনীয় তর্ক উপস্থিত করেন। তিনি বলেন কাশীদাসের বাড়ী সিঙ্গিগ্রামে নহে ; ইহা সিদ্ধি বা সিদ্ধগ্রামে ছিল। এই সিদ্ধিগ্রাম এখন লুপ্ত, কিন্তু এককালে উহা ঠিক গঙ্গার ধারে ইন্দ্রাণী পরগণার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ছিল।

এ সম্বন্ধে তাঁহার মতগুলি এইরূপ :—

১। স্বর্গীয় রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় সিঙ্গিবাসীর কোন ব্যক্তির দ্বারা প্রতারিত হইয়াছেন—তিনি নিজে অনুসন্ধান না করিয়া উক্ত ব্যক্তির বাক্যে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া কাশীদাসকে সিঙ্গিবাসী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

২। কাশীদাসের পুত্র যে তাঁহার পুরোহিতকে বাস্তভিটা দান করিয়াছিলেন,—তাহার কোন প্রমাণ নাই। স্থানীয় অনুসন্ধান দ্বারা কালীবাবু সম্যক্ রূপে অবধারণ করিয়াছেন, কথিত দানপত্র ও তন্নির্দ্দিষ্ট সন তারিখ সর্ব্বৈব মিথ্যা,—কল্পনায় সৃষ্ট মাত্র। (এ স্থলে বলা উচিত কালী বাবুর বাড়ী সিঙ্গি হইতে অদূরবর্ত্তী)।

৩। স্বর্গীয় রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় কাশীদাসকে সিঙ্গিবাসী বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার পূর্ব্বে সকলেরই বিশ্বাস ছিল, তিনি সিদ্ধিগ্রামবাসী। সিঙ্গিগ্রাম যদিও ইন্দ্রাণী পরগণার অন্তর্বর্ত্তী কিন্তু সিদ্ধিগ্রাম ঐ পরগণার যে স্থানে অবস্থিত, তাহা কাশীদাসপ্রদত্ত বিবরণের অনুকূল। ন্যায়রত্নের পুস্তকের লেখার পর হইতে লোকের এই ভ্রান্ত ধারণা দৃঢ়মূল হইয়া গিয়াছে, এবং সিঙ্গিবাসী যুবকগণ মহোৎসাহসহকারে এই কথা প্রচার করিয়া সত্যকে লুপ্ত করিবার মধ্যে আনিয়াছেন।

৪। কেশেপুকুর একটা সিঙ্গিগ্রামে আছে সত্য কিন্তু কেশেপুকুর বঙ্গদেশের অনেক গ্রামেই আছে। সুতরাং তদ্দ্বারা সিঙ্গির তথাকথিত দাবী সমর্থিত হইতে পারে না।

৫। কাশীদাসের বাস্তভিটা বলিয়া যে ভিটাটা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, তাহাতে একটি স্বর্ণবণিক পরিবার বাস করেন। বর্ত্তমানকালে যিনি বাস করিতেছেন, তাঁহার স্বর্গীয় পিতার সঙ্গে কালীবাবুর বিশেষ পরিচয় ছিল। কিন্তু সেই বৃদ্ধ তাঁহার বাস্তভিটার সঙ্গে কাশীদাসের কোনও রূপ সংশ্রবের কথা কখনও কালীবাবুকে বলেন নাই। তদীয় পুত্র অবশ্য এখন সিঙ্গিবাসী অপরাপর ব্যক্তির ন্যায় সেই দাবী করিতেছেন। এই সকল দাবীর মূলে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের লেখা, সুতরাং তাহা গ্রাহ্য নহে।

যে সকল যুক্তি উপস্থিত করা হইয়াছিল তাহার কোনটির সারবত্তা অবিসংবাদিত বলিয়া মনে হইল না। আমি বলিলাম, "আপনি প্রমাণ করুন যে ন্যায়রত্ন মহাশয়কে জনৈক যুবক প্রতারণা করিয়াছিলেন ; সেই যুবকের নাম দিন। আপনি যাঁহাদের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এখন হয়ত তাঁহারা না জানিতে পারেন। কিন্তু ৩০ বৎসর পূর্ব্বে যখন রামগতি ন্যায়রত্ন পুস্তক লিখিয়াছিলেন তখন যে দানপত্র বিদ্যমান ছিল না, তাহার প্রমাণ কি ? তাঁহার মত পণ্ডিত ব্যক্তি যে না জানিয়া না শুনিয়া কোন অর্ব্বাচীনের

কথায় আস্থা স্থাপন করিয়া একটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছিলেন, ইহা বলিবার আপনার কি অধিকার আছে ? আপনি প্রমাণ উপস্থিত করুন। আমার রচিত বেহুলা নামক পুস্তক পাঠ করিয়া বঙ্গদেশের জনৈক সর্ব্বজনবিদিত অপূর্ব্ব প্রতিভাশালী লেখক আমাকে বলিয়াছিলেন, —এরূপ আখ্যান যে বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে, তাহা তিনি জানিতেন না। সুতরাং কোন ব্যক্তি বিশেষ মান্যগণ্য হইলেও তিনি সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বতথ্য অবগত থাকিবেন, তাহা বলা উচিত নহে। সিঙ্গিগ্রামবাসী যাঁহাদের মুখে তিনি বাস্তভিটার দানপত্র অলীক বলিয়া শুনিয়াছেন, তাঁহারা যে ৩০ বৎসর পূর্ব্বে প্রাপ্ত জীর্ণ কীটদষ্ট অর্দ্ধনষ্ট দানপত্রের কথা নিশ্চয়ই শুনিবেন, ইহার কোন অনিবার্য্য কারণ নাই। সিদ্ধিগ্রামের অস্তিত্ব এখন লুপ্ত। উহা ইন্দ্রাণী পরগণার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ছিল—এবং সিঙ্গিগ্রাম উক্ত পরগণার পরিধিতে অবস্থিত—এজন্য সিঙ্গিগ্রামকে ইন্দ্রাণী পরগণার অন্তর্ব্বর্ত্তী বলাতে দোষ হয়, কিংবা কাশীদাসের জন্মস্থান সিদ্ধিগ্রাম এই মতের সমধিক অনুকূলতা প্রতিপন্ন হয়, এই যুক্তির সারবত্তা আদৌ বোধগম্য হইল না। নানা প্রমাণের মধ্যে কেশেপুকুরের অবস্থান যে প্রমাণস্বরূপ গণ্য হইবে, তাহা বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানে কেশেপুকুর থাকা সত্ত্বেও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।"

কালী বাবু প্রত্যুত্তরে প্রকৃত পক্ষে একটি সারবান যুক্তির অবতারণা করিলেন। তিনি বলিলেন, "যদি প্রাচীন অর্থাৎ ২।৩ শত বৎসর পূর্ব্বে লিখিত কাশীদাসী মহাভারতের সমস্ত পুঁথিতেই সিঙ্গিগ্রাম না থাকিয়া সিদ্ধ বা সিদ্ধিগ্রাম লিখিত থাকে, তবে আপনারা কি বলিবেন ? যাঁহারা কাশীদাসের প্রায় সমসাময়িক ছিলেন তাঁহারা যদি কাশীদাসের নিবাস স্থানের অদূরবর্ত্তী পল্লীতে বসিয়া স্বীয় হস্তলিখিত পুঁথিতে কবির নিবাস সিদ্ধি বা সিদ্ধগ্রাম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া থাকেন, তবে কি তাহা আধুনিক নানা মত হইতে অধিকতর প্রামাণিক বলিয়া গণ্য হইবে না ?"

কালীবাবুর এ যুক্তি খণ্ডন করা যায় না ; তবে প্রাচীন পুঁথিতে সিদ্ধি ও সিঙ্গি এই দুয়ের প্রভেদ ধরা বড় শক্ত। "ঙ্গ" ও "দ্ধ" প্রায় একরূপ দেখায়। সুতরাং সে দিন এই পর্য্যন্ত কথা হইয়া রহিল, যে প্রকৃতই যদি কাশীদাসের নিবাস-